আমাদের বইপড়া এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ

আউয়াল আনোয়ার

ফেব্রুয়ারি মাস, আমাদের ভাষার মাস। মহান একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং বইমেলা আমাদের দ্বারে কড়া নাড়ছে। সারা বছর বই নিয়ে মাতামাতি না থাকলেও ভাষার এই মাসটিকে ঘিরে বাঙালি জাতি বই নিয়ে কমবেশি মেতে ওঠেন উৎসবে। বাংলা একাডেমির 'একুশে গ্রন্থমেলা'র পাশাপাশি দেশের নানা প্রান্তে বইমেলার চমৎকার সব আয়োজন চোখে পড়ে। প্রচুর সংখ্যক দর্শনার্থী এসব মেলায় এসে আনন্দ খোঁজেন। অনেকে বইও কেনেন। কবি-সাহিত্যিক-লেখকের নতুন নতুন বই প্রকাশিত হয় বিচিত্র বিষয়ে। প্রকাশকেরা ব্যস্ত থাকেন নতুন বই প্রকাশে। হাজারো বইয়ের ভিড়ে কালজয়ী কিছু বইও আমরা হাতে পেয়ে থাকি এ-সময়টায়। লেখক-পাঠকের মেলবন্ধন চলে মাসজুড়ে। আয়োজন চলে নানা বক্তৃতা ও কথামালার। শহিদ মিনার জুড়ে আয়োজন চলে আবৃত্তি, গান, নাটকসহ নানা অনুষ্ঠানের। বাঙালি এসময় নিজেকে, নিজের অস্তিত্বকে আবিষ্কার করে নতুনভাবে। নতুন প্রজন্ম তার ইতিহাসকে খুঁজে পায়। মাসটি বিদায় নেবার পরপরই এর মূল আবেদন কমতে থাকে আবারও। কিছু মানুষ আবার এ-মাসটিকে উপজীব্য করে বইয়ের জগতের একজন নান্দনিক মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে প্রয়াস পান। বইকে ভালোবেসে ছড়িয়ে দেন বইয়ের আলো চারিদিকে।

পৃথিবীর নানা দেশের মানুষ এখনও বই পড়েন। গাড়িতে, বাসে, ট্রেনে, প্লেনে, জাহাজে চলমান অবস্থায়ও বই পড়েন। একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে বই উপহার দেন। দুরে কোথাও ভ্রমণে গেলে তাদের সঙ্গে থাকে অন্তত একটি বই। আমাদের দেশের অনেকের ভেতর এমন অভ্যাসটি এখনও বিদ্যমান। দৃশ্যটি বড়ই সুখকর। নতুনতর অনেক কিছুর ভিড়ে তাই তো বই পড়া কখনও শেষ হবার নয়। অথচ, আমাদের দেশের অধিকাংশ বইয়ের লাইব্রেরি দিন দিন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অবহেলায় থাক থাক বইগুলো নীরবে পড়ে থাকছে অযত্ন অবহেলায়। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসায় লাইব্রেরি থাকলেও তার অধিকাংশই এখন ধুলোবালি ও উইপোকার দখলে। সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার অপচয় হচ্ছে মাত্র। লাইব্রেরিয়ান আছেন, অথচ তিনি তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছেন না। কমিটিগুলো সক্রিয় নয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর লাইব্রেরিতে শিক্ষার্থীদের লাইব্রেরিমুখো করা হচ্ছেরননা। অনেকাংশে শিক্ষকেরাও লাইব্রেরিতে যান না, বই পড়ার আগ্রহ দেখান না, বই পড়েনও না। যা অতীব দুঃখজনক ও জাতির জন্য লজ্জাকর। লাইব্রেরিয়ান অন্য কাজে ব্যস্ত থাকছেন। বিভিন্ন লাইব্রেরির বই লুট হয়ে যাচ্ছে। অনেক জায়গায় লাইব্রেরির তত্ত্বাবধায়ক বেতন-ভাতা ঠিকমত না পেয়ে স্বল্প দামে বইগুলো বিক্রি করে দিচ্ছেন। অনাদরে অবহেলায় আসবাবগুলো জরাজীর্ণ। এমন নানা উদাহরণ আমাদের সামনে উপস্থিত রয়েছে। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা জানেই না, তাদের প্রতিষ্ঠানে একটি বইয়ের লাইব্রেরি রয়েছে। শহরে বাজারের

বইয়ের লাইব্রেরিগুলো গাইডবই দিয়ে ঠাসা। সেখানে সাহিত্যমূল্য রয়েছে এমন কোনো বই পাওয়া যায় না। একসময় কিছু সাহিত্যের বইপুস্তক পাওয়া গেলেও বর্তমানে তা একপ্রকার উঠেই গেছে বলা চলে।

পড়াশোনার জন্য নানা প্রযুক্তি তৈরি হলেও বইয়ের বিকল্প এখনও বই-ই। কাগজের পাতার যে সোঁদা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ, তা পাঠককে নিবিষ্ট করে রাখে প্রতিটি অক্ষরে অক্ষরে, শব্দে শব্দে। কাগজের পাতায় পাতায় একধরনের মায়া খেলা করে, ভালোবাসায় আবিষ্ট করে রাখে। তাই তো, আমরা এখনও কমবেশি বই পড়ি। সারা বছর আমরা যদি সেই আগের মতো বইকে, পাঠাভ্যাসকে জনপ্রিয় করতে চাই, তাহলে আমাদের মন-মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। জাতীয়ভাবে শিক্ষার প্রতিটি স্তরে শিক্ষার্থীদের সচেতন করে গড়ে তুলতে হবে। এ এক ধারাবাহিক নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। বইকে কেন্দ্র করে জাতীয় জাগরণ ঘটাতে হবে। সামাজিকভাবে আমরা সাধারণ মানুষ নানাভাবে বইকে, পাঠাভ্যাসকে জনপ্রিয় করতে নানামুখী কর্মসূচি হাতে নিতে পারি খুব সহজেই। এজন্য দরকার দেশের নেতৃস্থানীয় মানুষের সদিচ্ছা, শিক্ষক সমাজের সচেতন দায়িত্বশীল আচরণ। কর্তৃপক্ষের নিরলস তদারকিতে সচল হয়ে উঠতে পারে এমনতর মহান কর্মযজ্ঞ। শুধু একটি দিবস দায়সারাভাবে পালন করলেই চলবে না। একে গুরুত্ব দিতে হবে, অবহেলা করা যাবে না কোনোভাবেই। সরকারি লাইব্রেরি থেকে অবহেলার চিহ্নগুলো মুছে দিতে হবে।

বইকে জনপ্রিয় করতে আমরা সারা বছর শিশুদের হাতে বই তুলে দিতে পারি। উপহার হিসেবে বইকে বেছে নিতে পারি। নানা উপলক্ষ্যে বইকে উপহার হিসেবে বেছে নিয়ে একটি জ্ঞানবান্ধব জনসমাজ গড়ে তুলতে পারি। পাড়া-মহল্লার লাইব্রেরিকে সময় দিয়ে পাঠাগার আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তুলতে পারি। নিজের পরিবারের সদস্যদের 'বইবন্ধু' হিসেবে গড়ে তুলতে পারি পরম ভালোবাসায়। বাড়িতে, অফিস-আদালতে, দোকান-প্রতিষ্ঠানে বইয়ের সংগ্রহ গড়ে তুলতে পারি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ নানা প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতামুলক বিষয়ের পুরস্কার হিসেবে বইকে বেছে নিতে পারি, বাধ্যতামুলকভাবে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কিংবা সমাজের সর্বত্র বইয়ের ব্যবহারকে জনপ্রিয় করতে এজন্য রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন।

আমরা যারা বইমেলায় যাই, তারা যেন শুধু বইমেলায় আড্ডা না দিই, অন্তত একজন মানুষ একটি করে হলেও যেন বই কিনি। মেলায় আগত অতিথিরা শুধুমাত্র বক্তৃতা দিয়েই যেন চলে না যাই, একটি করে হলেও যেন বই কিনি। বই পড়ার অভ্যাসটি আবার ফিরিয়ে আনি। জানি, কাজটি কঠিন, কিন্তু সম্ভবপর; অসম্ভব নয় একটুও। আরও জানি, মানুষ এখন অনেক ব্যস্ত, ভীষণ ব্যস্ত। বইপড়াকে অনেকেই এখন 'loss project' মনে করেন। টাকা-পয়সার দিকেই মানুষের এখন ঝোঁক বেশি। ভোগবাদী সমাজব্যবস্থা মানুষকে সেদিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে বিষয়টি বোধ হয় সঠিক নয়। আপনার প্রিয় সন্তানটি বইপাঠে অভ্যস্ত হলে আপনারই লাভ, সমাজেরই লাভ, রাষ্ট্রেরই লাভ, মনুষ্যত্বেরই জয়। নইলে

সন্তানটি আখেরে টাকা income করলেও, আপনার জন্য সে একদিন দুঃসহ বোঝা হয়ে উঠতেও পারে, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। যার নমুনা ইতোমধ্যেই সর্বত্র ক্রিয়াশীল। বইপড়া মানুষগুলো সংস্কৃতিবান মানুষ হিসেবে, বিবেকবান মানুষ হিসেবে নৈতিকতা-নির্ভর মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে।

আসুন,আমরা বই পড়তে উদ্যোগী হই। সারা দেশের আসন্ন বইমেলাগুলো সত্যিকারের প্রাণের মেলা, মনুষ্যত্ব বিকাশের চারণমেলা হিসেবে গড়ে উঠুক। সমগ্র জাতি একটি বইপ্রিয় জাতি হিসেবে পরিচিতি পাক। সবার হাতে হাতে শোভা পাক, প্রিয় লেখকের যত বই। শিশুরা বই হাতে খেলতে থাকুক, আর হাসতে থাকুক প্রাণভরে। সহজলভ্য যোগাযোগ ব্যবস্থার এ-যুগে এক বন্ধু অপর বন্ধুকে কুরিয়ার করতে থাকুক তার পছন্দের বইগুলো, বিনিময় হোক নির্মল ভালোবাসার আদান-প্রদান। আমরা আসক্ত হয়ে পড়ি বইয়ের নেশায়।